দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... APR..8 .. 1999 ... ..
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭ ..

195

পাকেরহাট চকসাকোয়া উচ্চ বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

পাকেরহাট (খানসামা) থেকে জাহাঙ্গীর আলম আকাশ ঃ দিনাজপুর জেলার খানসামা থানাধীন পাকেরহাট' চকসাকোয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠনে চরম স্বজনপ্রীতি, অনিয়মসহ বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী, খানসামা থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বিষয়টি তদন্তের দায়িত্ব দেন গত ৬ই জানুয়ারি। টিএনও খানসামা থানা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তাকে দিয়ে ১৬/২/৯৯ ইং বিষয়টির তদন্ত করান। কিন্তু এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত স্থানীয় রাজনৈতিক চাপের কারণে তদন্ত রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আফাজ-উদ্দিন আহমেদের লিখিত অভিযোগে বলা হয় ঃ ১৯৯৩ সালে গঠিত বিদ্যালয় অর্গানাইজিং কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আফাজউদ্দিন আহমেদ ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মনোনীত হন। এরপর ২৮/১১/৯৪ তারিখে বিদ্যালয়ের নামে ১ দশমিক ৫১ শতক জমি নিঃশর্ত দান করেন।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানের নিকট দায়েরকৃত অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রধান শিক্ষক তহিদুল ইসলামের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আফাজউদ্দিন আহমেদসহ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে পুরো ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বাদ দিয়ে প্রধান শিক্ষক তার আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে একটি 'পকেট কমিটি' গত ৩০/৩/৯৮ ইং তারিখে গঠন করে বোর্ডের অনুমোদন নেন। এই কমিটিতে প্রধান শিক্ষক তহিদুল ইসলামের নিজ বোনকে সভাপতি, ভগ্নিপতিকে প্রতিষ্ঠাতা, ভগ্নিপতির ভাইকে দাতা এবং সহ-সভাপতি, ভগ্নিপতির চাচাকে সদস্য এবং অপর ৫ জনকে সদস্য মনোনীত করা হয়; যাদের বাড়ি স্কুল থেকে প্রায় ৬/৭ কিলোমিটার দূরে।

ম্যানেজিং কমিটিতে জনৈক মাহবুবুর রহমানকে প্রতিষ্ঠাতা মনোনীত করা হয়েছে। অথচ সরকারি বিধিমতে, প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে যে ব্যক্তি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য থাকেন, তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকবেন। প্রধান শিক্ষক কমিটির কোন সভাও আহ্বান করেন না। মূলত প্রতিষ্ঠানটি প্রধান শিক্ষকের ইচ্ছার উপর জিম্মি হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

অভিযোগে আরও বলা হয়, জুনিয়র বিদ্যালয়ের নিয়োগকৃত চারজন শিক্ষককে চাকরি থেকে বাদ দিয়ে ৫০/৬০ হাজার করে টাকার (ডোনেশনের নামে) বিনিময়ে নতুন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের জেনারেল ও রিজার্ভ ফান্ডে বর্তমানে মাত্র ২৮০ টাকা করে জমা রয়েছে; যা বিধিবহির্ভূত।